ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

দুর্নীতিবিষয়ক অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পুরস্কার ২০২২

- টিআইবি ১৯৯৯ সাল থেকে 'দুর্নীতিবিষয়ক অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পুরস্কার' প্রদান করছে।
- টেলিভিশন বিভাগ : ২০০৫ সাল থেকে;
- আঞ্চলিক সংবাদপত্র বিভাগ : ২০০৭ সাল থেকে;
- ক্যামেরাপারসনদের সম্মাননা : ২০১১ সাল থেকে;
- টেলিভিশন অনুসন্ধানী প্রামাণ্য অনুষ্ঠান বিভাগ : ২০১৬ সাল থেকে;
- জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন বিভাগ : ২০১৫ সাল থেকে শুরু হয়ে ২০২১ সাল পর্যন্ত প্রদান করা হয়। এবছর থেকে আলাদাভাবে এই বিভাগের জন্য পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে না।
- ২০২২ সাল পর্যন্ত ২৪ বছরে প্রাপ্ত মোট প্রতিবেদন সংখ্যা ১ হাজার ৩শত ২৭টি।

২০২২ সাল পর্যন্ত পুরস্কারের বিস্তারিত

- পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রতিবেদন সংখ্যা: ৮৬টি
- পুরস্কারপ্রাপ্ত সাংবাদিক: ৮৪ জন
- পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রামাণ্য অনুষ্ঠান সংখ্যা: ১১টি
- পুরস্কারপ্রাপ্ত নারী সাংবাদিক: ০৬ জন
- পুরস্কারপ্রাপ্ত ক্যামেরাপারসন: ১৭ জন

২০২২ সালের অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পুরস্কারের বিচারকমণ্ডলী

নিরপেক্ষ ও অধিক গ্রহণযোগ্য বিচারকার্যের জন্য এবছরের প্রতিবেদনগুলো দুই দফায় মূল্যায়ন করা হয়েছে। প্রাথমিক দফার বিচারকার্যে প্রাপ্ত গড় নম্বরের ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রতিবেদনসমূহকে চূড়ান্ত মূল্যায়ন করা হয়েছে।

প্রাথমিক পর্বের বিচারকমণ্ডলী

১. **শরীফুজ্জামান পিন্টু**
নির্বাহী সম্পাদক, দৈনিক বাংলা
২. **কবির আহমেদ (সুজন কবির)**
অ্যাসাইনমেন্ট এডিটর, একাত্তর টেলিভিশন

চূড়ান্ত পর্বের বিচারকমণ্ডলী

১. **রিয়াজ আহমেদ**
নির্বাহী সম্পাদক, ঢাকা ট্রিবিউন
২. **শাহনাজ মুন্নী**
প্রধান বার্তা সম্পাদক, নিউজ টোয়েন্টি ফোর
৩. **জুলফিকার আলি মাণিক**
প্ল্যানিং কনস্যালটেন্ট, বৈশাখী টেলিভিশন
৪. **মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা (বদরুদ্দোজা বাবু)**
প্রধান, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা হেল্প ডেস্ক, এমআরডিআই

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পুরস্কার ২০২২:

২০২২ সালে টিআইবির অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পুরস্কারের জন্য সর্বমোট ৯৯টি প্রতিবেদন জমা হয়। যার মধ্যে–

- আঞ্চলিক সংবাদপত্র বিভাগে ১৭টি
- জাতীয় সংবাদপত্র বিভাগে ৪৫টি
- টেলিভিশন বিভাগে ২৬টি এবং
- প্রামাণ্য অনুষ্ঠান বিভাগে ১১টি

এ বছর বিচারকদের মূল্যায়নে টেলিভিশন প্রতিবেদন বিভাগে একজন, জাতীয় সংবাদপত্র বিভাগে একজন এবং আঞ্চলিক সংবাদপ্রত্র বিভাগে একজন বিজয়ী হয়েছেন। বিজয়ীদের প্রত্যেককে সম্মাননাপত্র, ক্রেস্ট ও এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে। তবে বিচারকদের সম্মিলিত বিবেচনায় বিজয়ী টেলিভিশন প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে ক্যামেরাপারসনের অনন্য বিশেষ কোন ভূমিকা না থাকায় ক্যামেরাপারসনকে আলাদাভাবে পুরস্কৃত করা হয় নি। প্রামাণ্য অনুষ্ঠান বিভাগে বিচারকদের সুপারিশে একটি প্রামাণ্য অনুষ্ঠানকে পুরস্কৃত করা হচ্ছে। বিজয়ী প্রামাণ্য অনুষ্ঠানটির জন্য সম্মাননাপত্র, ক্রেস্ট এবং এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে।

আঞ্চলিক সংবাদপত্র বিভাগ

বিজয়ী: আঞ্চলিক সংবাদপত্র বিভাগে বিজয়ী হয়েছেন খুলনার 'দৈনিক পূর্বাঞ্চল' পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার **আবুল হাসান হিমালয় (এইচ এম হিমালয়)**। সাংবাদিক আবুল হাসান হিমালয় ২২-২৫ মে ২০২১ প্রকাশিত 'খুলনা ওয়াসার প্রকল্প নিয়ে অনুসন্ধান' মূল শিরোনামে ৪ পর্বের ধারাবাহিক প্রতিবেদনে খুলনা অঞ্চলে ওয়াসার বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে অপরিপক্ক সিদ্ধান্ত এবং তার প্রেক্ষিতে হাজার হাজার কোটি টাকার প্রকল্প কাজে না আসার বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন।

'নদীর লবণাক্ততা আমলে না নিয়ে মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন', 'মধুমতির পানি পরিশোধনে বিশাল আয়োজন, সরবরাহ হচ্ছে সামান্য', 'আড়াই হাজার কোটি টাকা খরচের পরও ভূগর্ভ থেকে পানি তুলছে ওয়াসা', 'সমাধান নেই, জোড়াতালি দিয়ে চলছে সংকট মোকাবেলার চেষ্টা: তদন্ত, বিচার ও শাস্তি চান নাগরিক নেতারা' শিরোনামে চারটি প্রতিবেদনে তিনি দেখান যে, পানি পরিশোধনের পূর্বে লবণাক্ততা বিষয়ে পূর্ব ধারণা ছাড়াই হাজার কোটি টাকার প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে ওয়াসা। অথচ এরপরও পানি সংকট যেমন কাটে নি, তেমনি ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনও কমেনি।

জাতীয় সংবাদপত্র বিভাগ

বিজয়ী: জাতীয় সংবাদপত্র বিভাগে বিজয়ী হয়েছেন 'দৈনিক প্রথম আলো' পত্রিকার জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক **আসাদুজ্জামান।** দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় ২০-২২ সেপ্টেম্বর ২০২১ **'সাইবার অপরাধ'** মূল শিরোনামে প্রকাশিত তিন পর্বের প্রতিবেদনের জন্য তিনি এই পুরস্কার অর্জন করেছেন।

'৯৭ ভাগ মামলাই টেকেনি' শিরোনামে প্রকাশিত প্রথম প্রতিবেদনটিতে তিনি ২০১৩ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত সাত বছরে সাইবার ট্রাইব্যুনালে আসা সাইবার সিকিউরিটি আইন এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে হওয়া ২,৬৫৮টি মামলার তথ্য-উপাত্ত দুই বছর ধরে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষষ করে দেখান যে, সাইবার ট্রাইব্যুনালে আসা ৯৭ ভাগ মামলা প্রমানে ব্যর্থ হয়েছে বাদীপক্ষ। অর্থাৎ অধিকাংশ মামলাই হয়রানির উদ্দেশ্যে করা হয়েছে।

'মামলা সবচেয়ে বেশি ঢাকায়, পরে চট্টগ্রামে' শিরোনামে প্রকাশিত দ্বিতীয় প্রতিবেদনটিতে তিনি দেখান যে, এমন কোন জেলা নেই যেখানে সাইবার অপরাধের জন্য মামলা করা হয়নি। তবে মোট মামলার অর্ধেকের বেশি এসেছে ১৫টি জেলা থেকে এবং বেশিরভাগ মামলাই করা হয়েছে সমালোচিত ৫৭ ধারায়।

'পরিকল্পিত সাইবার অপরাধ তুলনামূলক কম' শিরোনামে প্রকাশিত তৃতীয় প্রতিবেদনটিতে তিনি দেখান যে অধিকাংশ মামলাই হয়েছে মূলত অনলাইনে হয়রানি, মানহানী বা অশ্লীল ছবি প্রকাশের অভিযোগে। হ্যাকিং বা সাইবার স্পেসে কম্পিউটার বা কোন সিস্টেমের ক্ষতি করে সুবিধা লাভ সংক্রান্ত মামলা হয়েছে মাত্র ৪ দশমিক ২৩ ভাগ।

টেলিভিশন বিভাগ (প্রতিবেদন)

বিজয়ী: টেলিভিশন বিভাগে বিজয়ী হয়েছেন যমুনা টেলিভিশনের ইনভেস্টিগেশন সেলের এডিটর অপূর্ব আলাউদ্দিন। ২০২১ সালের ২ এবং ৫ এপ্রিল যমুনা টেলিভিশনে 'নিলামে মহাসড়ক' এবং 'মহাসড়ক উদ্ধারে তোড়জোড়: মাঠে নামছে তদন্ত কমিটি' শিরোনামে প্রচারিত দুই পর্বের প্রতিবেদনের জন্য তিনি এই পুরস্কার অর্জন করেন।

প্রতিবেদনটিতে তিনি দেখান যে, ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের কিছু অংশ বিক্রি করে দিয়েছেন আবুল হোসেন নামে এক ব্যক্তি। আবুল হোসেনের কাছ থেকে মহাসড়কের জমি কিনে নেয়া ব্যক্তি আবার সেই জমি বন্ধক রেখে ব্যাংক থেকে ১৫ কোটি টাকা ঋণও নিয়েছেন! পরবর্তীতে ঋণের টাকা ফেরত না পেয়ে মহাসড়কের ওই অংশ নিলামে তুলেছে ঋণ দেয়া বেসরকারি ব্যাংকটি! অথচ সড়ক ও জনপথ অধিদফতর ১৬ বছরেও জানতো না আবুল হোসেন ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের কিছু অংশের মালিক সেজে বসে আছেন এবং সেই জমি আবার বিক্রিও করেছেন!
এই প্রতিবেদন প্রচারের পর মহাসড়কের সেই অংশ উদ্ধারে তৎপর হয় সওজ অধিদপ্তর। পাঁচ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর। তদন্ত কমিটির রিপোর্টে মহাসড়ক ব্যক্তির নামে রেকর্ড, কেনা-

বেচা, ব্যাংক থেকে ঋণ উত্তোলন- এই সবগুলো প্রক্রিয়ার সাথে সরকারি ৪ সংস্থার বেশ কয়েকজন কর্মকর্তার যোগসাজশের তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়।

টেলিভিশন বিভাগ (প্রামাণ্য অনুষ্ঠান)

বিজয়ী: টেলিভিশন (প্রামাণ্য অনুষ্ঠান) বিভাগে বিজয়ী হয়েছে চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের প্রামাণ্য অনুষ্ঠান 'সার্চলাইট'। ২০২১ সালের ২৮ মে 'জান্নাতি প্যালেস' শিরোনামে প্রচারিত প্রামাণ্য অনুষ্ঠানের জন্য সার্চলাইট টিম এবছর এই পুরস্কার অর্জন করে।

প্রচারিত প্রামাণ্য অনুষ্ঠানটিতে দেখানো হয় যে, জাতীয় সংসদের সরকারদলীয় সংসদ সদস্য শফিকুল ইসলাম শিমুল তার নির্বাচনী এলাকা নাটোরে অবৈধ প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে নিজে এবং তার আত্মীয়দের মাধ্যমে একচেটিয়া স্থানীয় সমস্ত ঠিকাদারি কাজ বাগিয়ে নেন। নির্বাচনের হলফনামার তুলনায় জাতীয় নির্বাচনের ৫ বছরে তার সম্পদ বেড়েছে ১৩ গুণ! আর তার স্ত্রীর সম্পদ বেড়েছে প্রায় ৩০০ গুণ! এসব টাকা তারা কিভাবে উপার্জন করেছেন তার সঠিক কোন তথ্য নেই। এরইমধ্যে তারা নাটোরের কান্দিভিটায় ১০ কোটি টাকা মূল্যের বাড়ি নির্মান করেছেন। কানাডায় কিনেছেন বিলাসবহুল বাড়ি। অথচ কানাডায় তার আয়ের কোন উৎস নেই!

অনুষ্ঠানটিতে কানাডার স্থানীয় সাংবাদিকদের সহায়তায় প্রমাণ করা হয় যে, সেই বাড়িটি শিমুলের স্ত্রী জান্নাতির নামে কেনা। যদিও শিমুল তা অস্বীকার করেন। সার্বিকভাবে অনুষ্ঠানটিতে ক্ষমতার অপব্যবহার করে অবৈধ সম্পদ অর্জন এবং দেশ থেকে বিদেশে অর্থপাচারের বিষয়টি তুলে ধরা হয়।

****